নূরানী পদ্ধতিতে অল্প সময়ে কুরআন শিক্ষা

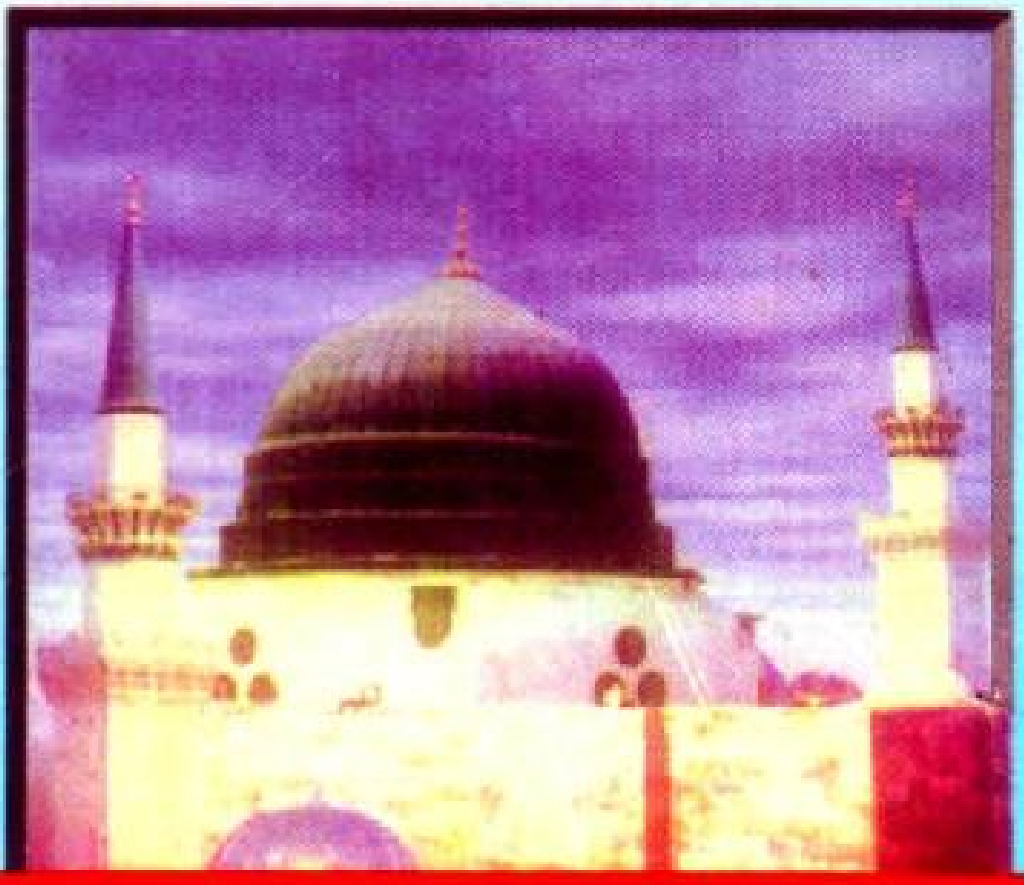

বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুরআন ওয়াক্‌ফ এস্টেট

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের আদব

পাক পবিত্র হওয়া। * আদবের সহিত বসা। * রেহালে বা তেপায়ায় রাখা। * জুজদান/গিলাফ দেওয়া। * আ'উজু বিল্লাহ, বিছমিল্লাহর সহিত তিলাওয়াত শুরু করা। * তিলাওয়াতের মাঝখানে কথা না বলা। * কথা বলিলে শুধু আউজু বিল্লাহ পড়িয়া পুনঃ তিলাওয়াত আরম্ভ করা। * তিলাওয়াত কালে ধারণা করা। আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, কিভাবে পড়িতেছ শুনাও। শ্রোতাদের মনে ভাব রাখিবে, সর্বোপরি অনুগ্রহকারী আল্লাহ্ তা'আলার কালাম তিলাওয়াত হইতেছে। তাই সীমাহীন তা'জীম ও মুহাব্বাতের সহিত শুনিবে।

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের বিশেষ ৩টি উপকার (ফায়দা)

(১) দিলের ময়লা (জং) পরিষ্কার হয়। (২) আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বাত ও নৈকট্য লাভ হয়। (৩) অর্থ না বুঝিয়া পড়িলেও প্রত্যেক হরফে ১০টি করিয়া নেকী পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি বলে–না বুঝিয়া পড়িলে কোন লাভ নাই, সে মুর্খ এবং বদদ্বীন (অমুসলিম)

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اَحْيَائِهَا

"রাত্রে কিছুক্ষণ ইল্‌মে দ্বীনের চর্চা করা সারা রাত ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম।"
(দারেমী)

নূরানী পদ্ধতিতে
অল্প সময়ে কুরআন শিক্ষা

বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুরআন ওয়াক্বফ এষ্টেট।
ওয়াক্বফ রেজিঃ নং ১৭৫১৫ ওয়াক্বফ প্রশাসন
বাংলাদেশ সরকার।
প্রতিষ্ঠাতা মুতাওয়াল্লী
আলহাজ্ব আঃ মালেক সাহেব (রঃ)

অষ্টম মুদ্রণ ঃ ------১৯৯৯---১,০০,০০০
নবম মুদ্রণ ঃ -----২০০১---১,০০,০০০
দশম মুদ্রণ ঃ ------২০০৩---১,০০,০০০
একাদশ মুদ্রণ ঃ ---২০০৫---৫০,০০০
দ্বাদশ মুদ্রণ ঃ -----২০০৭---৫০,০০০

বি ঃ দ্রঃ বইয়ের বিক্রিত সমুদয় অর্থ কুরআন শিক্ষার খিদমতে ব্যয় হয়।

শুভেচ্ছা বিনিময় ১০.০০ (দশ টাকা মাত্র)

কালিমায়ে তায়্যিবাহ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

কালিমায়ে তায়্যিবাহর অর্থঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল।

কালিমায়ে শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

কালিমায়ে শাহাদাতের অর্থ ঃ

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাহ্ ও রাসূল।

নূরানী পদ্ধতিতে

কুরআন শরীফ শুদ্ধ করিয়া পড়িবার কতিপয় নিয়মাবলী ঃ

❑ আরবী ২৯টি হরফকে নিজ নিজ উচ্চারণের স্থান (মাখরাজ) হইতে শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হইবে। হরফগুলি লিখিয়া শিক্ষা দেওয়ার সুবিধার্থে নিম্নে ৮ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ঃ

ا م ط ظ	س ش ص ض
ب ت ث ف ك	ن ق ل
ح خ ج	ء ع غ
ر ز و د ذ	ه ى

হরকতের বিবরণ

❖ হরকত ঃ এক যবর (ـَ) এক যের (ـِ) (ـُ) এক পেশ কে বলে।

❖ হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়। যেমন ঃ عُ عِ عَ   هُ هِ هَ

❖ আলিফে যবর, যের, পেশ, জযম হইলে ঐ আলিফকে 'হাম্‌যাহ্‌' বলে

ء اَ اِ اْ اُ

মাখ্‌রাজ

❖হরফের উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে।

❖ আরবী হরফ ২৯টি, মাখ্‌রাজ ১৭টি ঃ

১ নাম্বার মাখ্‌রাজ ঃ হলক্বের শুরু হইতে----------------------------- ه ء

২ নাম্বার মাখ্‌রাজ ঃ হলক্বের মধ্যখান হইতে ----------------------- ع ح

৩ নাম্বার মাখ্‌রাজ ঃ হলক্বের শেষ হইতে----------------------------- غ خ

৪ নাম্বার মাখরাজ ঃ জিহ্বার গোড়া, তার বরাবর উপরের তালুর সংগে লাগাইয়া----------(দুই নুক্বতাহ্‌ ওয়ালা) ق

৫. নাম্বার মাখ্‌রাজ ঃ জিহ্‌বার গোড়া থেকে একটু আগে বাড়িয়া, তার বরাবর উপরের তালুর সংগে লাগাইয়া -------------- (মধ্যখান পেঁচানো) ك

৬ নাম্বার মাখ্‌রাজ ঃ জিহ্‌বার

মধ্যখান, তার বরাবর উপরের তালুর সংগে লাগাইয়া---------- ج ش ی

৭. নাম্বার মাখরাজ ঃ জিহ্বার গোড়ার, কিনারা উপরের মাড়ীর দাঁতের গোড়ার সংগে লাগাইয়া------ ض

৮. নাম্বার মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগার কিনারা, সামনের উপরের দাঁতের মাড়ীর সংগে লাগাইয়া---------- ل

৯. নাম্বার মাখ্‌রাজ ঃ জিহ্বার আগা — তার বরাবর উপরের তালূর সংগে লাগাইয়া---------- ن

১০. নাম্বার মাখ্‌রাজ ঃ জিহ্‌বার আগার পিঠ – তার বরাবর উপরের তালূর সংগে লাগাইয়া ---------- ر

১১. নাম্বার মাখ্‌রাজ ঃ জিহ্‌বার আগা-সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সংগে লাগাইয়া ---------- ط د ت

১২. নাম্বার মাখরাজ ঃ জিহ্‌বার আগা-সামনের নীচের দুই দাঁতের পেটও আগার সংগে লাগাইয়া----- ص س ز

১৩.নাম্বার মাখ্‌রাজ ঃ জিহ্‌বার আগা-সামনের উপরের দু' দাঁতের আগার সংগে লাগাইয়া---------- ظ ذ ث

১৪. নাম্বার মাখরাজ ঃ নীচের ঠোঁটের পেট-সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সংগে লাগাইয়া---------- ف

১৫. নাম্বার মাখ্‌রাজ ঃ দুই ঠোঁট হইতে و ب م উচ্চারিত হয়।

১৬. নাম্বার মাখ্‌রাজ ঃ মুখের খালি জায়গা হইতে মাদের হরফ পড়া যায়।

১৭. নাম্বার মাখ্‌রাজ ঃ নাকের বাঁশি হইতে গুন্নাহ্‌ উচ্চারিত হয়।

বিঃ দ্রঃ মাদ এবং গুন্নাহর বর্ণনা সামনে আসিবে।

মুরাক্কাব

মুরাক্কাব্ শব্দের অর্থ-মিলাইয়া লিখা (যুক্তাক্ষর)।

❖ মুরাক্কাব্ ঃ ডাইনের হরফকে বামের হরফের সঙ্গে মিলাইয়া লিখাকে বলে।

❖ আরবী হরফগুলি মিলিত অবস্থায় তাহার ডান মাথা দেখিয়া চিনিতে হয়।

❖ ২৯টি হরফের মধ্যে ২২টি হরফ মিলাইয়া লিখা যায়।

বাকী ৭টি হরফ মিলাইয়া লিখা যায় না।

❖ ا এর সঙ্গে ১১ ছুরাতে ২২ হরফ মুরাক্কাব হয় ঃ

با نا يا تا ثا خا جا حا شا سا ضا

صا ظا طا غا عا فا قا لا كا ما ها

❖ বাকী ৭ হরফ মুরাক্কাব হয় না ঃ

دا ذا را زا وا ءا اا

❖ و এর সঙ্গে ১০ ছুরাতে ২২ হরফ মুরাক্কাব হয়

بو نو يو تو ثو حو خو جو

سو شو صو ضو طو ظو عو

غو فو قو لو كو مو هو

❖ বাকী ৭ হরফ মুরাক্কাব হয় না ঃ

دو ذو رو زو وو ءو او

❖ ى এর সঙ্গে ১০ সুরাতে ২২ হরফ মুরাক্কাব হয় ঃ

بى نى يى تى ثى حى خى جى

سى شى صى ضى طى ظى عى

غى فى قى لى كى مى هى

❖ বাকী ৭ হরফ মুরাক্কাব হয় না ঃ

دى ذى رى زى وى ءى اى

নকশার সাহায্যে মুরাক্কাব

❖ ১৩ হরফের নকশা ঃ

(এক দাঁত, গোল মাথা, তিন দাঁত ছদের মাথা, ত্ব)। উক্ত নক্শার মাধ্যমে ১৩ হরফ লিখা যায়।

❖ ১৩ হরফ এই ঃ

❖ ৯ হরফের নকশা ঃ

(উল্টা দাঁত, হার মাথা, 'আইনের মাথা, লামের মাথা, গোল হা, মীম)। এই নক্বশার মাধ্যমে ৯ হরফ লিখা যায়।

❖ ৯ হরফ এই ঃ ﺤﺨﺠﻌﻐﻠﻜﻬﻢ

❖ একত্রে ২২ হরফের নক্শা ঃ

ﻠﻔﺴﻄﺤﻌﻠﻬﻢ

❖ ইহার মাধ্যমে ২২ হরফ লিখা যায়।

❖ ২২ হরফ এই ঃ

ﺑﻨﻴﺘﺜﻔﻘﺴﺸﺼﻀﻄﻈﺤﺨﺠﻌﻐﻠﻜﻬﻢ

❖ বাকী ৭ হরফ মুরাক্কাব হয় না ঃ

د ذ ر ز و ء ا

মাদ

❖ হরকতের উচ্চারণ টানিয়া পড়াকে 'মাদ' বলে।

মাদের হরফ তিনটি ঃ

(১) (اَ) যবরের বাম পাশে খালি আলিফ মাদের হরফ।

(২) (وُ) পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও মাদের হরফ।

(৩) (يِ) যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া মাদের হরফ।

❖ মাদের হরফ হইলে, তাহার ডান দিকের হরকতের উচ্চারণকে এক আলিফ টানিয়া

পড়িতে হয়। ইহাকে 'মাদ্দে ত্বয়ী বলে।

যেমন ঃ نُوْحِيْهَا بَا بُوْبِىْ

❖ খাড়া যবর (ٰ) খাড়া যের (ٖ) উল্টা পেশ (ٗ) হইলে, এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকেও মাদ্দে ত্বয়ী বলে।

যেমন ঃ بٰ بٖ بٗ

❖ হামযার হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টানিয়া যেই মাদ পড়া যায়, তাহাকে 'মাদ্দে বদল' বলে। যেমন ঃ

اٰمَنَ - اُوْمِنَ - اِيْمَانًا - لِاِيْلٰفِ -

اِلٰفِهِمْ - اُوْتِىَ - اٰيْتِنَا - لِاٰدَمَ -

লীন

❖ লীনের হরফ দুইটি ঃ (دَوْ) যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও লীনের হরফ, (دَیْ) যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া লীনের হরফ। লীনের হরফ হইলে, তাহার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। যেমন ঃ

خَوْ خَیْ جَوْ جَیْ نَوْ نَیْ

❖ লীনের হরফের বামের হরফে ওয়াক্বফ হইলে, এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে 'মাদ্দে লীন' বলে। যেমন ঃ

خَوْفٍ - بَيْتٍ - قُرَيْشٍ - نَوْمٍ ০

صَوْمٌ - صَيْفٍ - خَيْرٌ - مَوْتٍ ۝

❖ ১ আলিফ মাদ তিন প্রকার ঃ

(১) মাদ্দে ত্বয়ী, (২) মাদ্দে বদল,

(৩) মাদ্দে লীন।

❖ ৩ আলিফ মাদ দুই প্রকার ঃ

(১) মাদ্দে 'আরজী'

(২) মাদ্দে মুনফাছিল।

❖ মাদের হরফের বামের হরফে ওয়াক্ফ হইলে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে 'মাদ্দে 'আরজী' বলে। যেমন ঃ

شَكُوْرْ - حَلِيْمْ - رَحِيْمْ - سَاهُوْنَ -

نَاسِ - مَا عُوْنَ - دِيْنِ - كَرِيْمْ -

مُسْتَقِيْمَ - غَفُوْرْ - حَكِيْمْ -

❖ মাদের হরফের উপরে চিকন চিহ্ন (ـٰ) বামে হামজাহ্ থাকিলে, তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে 'মাদ্দে মুনফাছিল' বলে। যেমন ঃ

لَآ اِلٰهَ ۔ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۔ اَلَّذِیْٓ اَطْعَمَهُمْ ۔

لَآ اَعْبُدُ ۔ مَآ اَغْنٰی ۔ یَدَآ اَبِیْ ۔

❖ হরফের উপরে মোটা চিহ্ন (ـّـ) থাকিলে, হরফের নাম চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ

نٓ ۔ قٓ ۔ صٓ ۔ یٰسٓ ۔ الٓرٰ ۔ حٰمٓ ۔ الٓمّٓ

❖ মাদের হরফের উপরে মোটা চিহ্ন (ـّـ) থাকিলে চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

যেমন ঃ

اَلْـئٰنَ - حَآجُّوْنِّىْ - ضَآلِّيْـنَ -

دَآبَّةٍ - جَآءَ - اُولٰٓئِكَ - سَمَآءَ

জযমের বিবরণ

❖ যজম (تْ) ওয়ালা হরফ তাহার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়া যায়। যেমন ঃ

اَمْ - اَتْ - اَسْ - اَحْ - اُخْ - اَغْ -

اِشْ - حَمْ - وَرْ - مَغْ - اُعْ -

ক্বল্‌ক্বলার হরফ ৫টি ঃ

قْ ـ طْ ـ بْ ـ جْ ـ دْ

❖ এই ৫ হরফে জযম হইলে, ক্বলক্বলাহ্ করিয়া (একটু ধাক্কা দিয়) পড়িত হয়। যেমন ঃ

اَقْ ـ اَطْ ـ قَدْ ـ تَبْ ـ اَجْ ـ اَدْ ـ

وَلَقَدْ ـ خَلَقْنَا ـ يَجْعَلْ ـ

❖ বাকী ২৩ হরফে ক্বল্‌ক্বলা হয় না। যেমন ঃ

اَكْ ـ جَمْ ـ اَتْ ـ اِشْ ـ اَمْ ـ اَرْ

তাশ্‌দীদের বিবরণ

❖ তাশ্‌দীদ (ّ) ওয়ালা হরফ দুইবার পড়া

যায়। প্রথম বার তাহার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে (জযমের মত), দ্বিতীয় বার নিজ হরকতের সঙ্গে। যেমন ঃ

اَتَّ ـ اَلَّ ـ اَكَّ ـ حَيَّا ـ قُدُّ ـ اَىَّ ـ

اِلصَّا ـ جَلَّ ـ رُالذُّ ـ اَلرَّحْ ـ

وَالطَّيِّ ـ ةَالشِّ ـ

❖ হরকতের বামে নূনে বা মীমে তাশদীদ্ হইলে, গুন্নাহ্ করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। যেমন ঃ

اَنَّ ـ هُمَّ ـ ثُمَّ ـ جِنَّ ـ لَمَّ ـ لُنَّ ـ

حَمَّ ـ هُنَّ ـ عَمَّ ـ فَلَمَّا ـ جُنَّ ـ

নূনে ছাকিন ও তানবীনের বিবরণ

❖ নূনে ছাকিন ঃ জযম ওয়ালা নূন (نْ) কে বলে।

তানবীন ঃ দুই যবর (ـًـ) দুই যের (ـٍـ), দুই পেশ (ـٌـ) কে বলে।

❖ নূনে ছাকিন এবং তানবীন চার প্রকারে পড়া যায় ঃ

(১) ইক্বলাব, (২) ইদগাম,
(৩) ইজহার (৪) ইখফা।

❖ ইক্বলাবের হরফ একটি ঃ ب

❖ ইদগামের হরফ ৬ টি

ى ر م ل و ن (يَرْمَلُوْنَ)

❖ ইদগাম দুই প্রকার ঃ

(১) ইদগামে বা গুন্নাহ্

(২) ইদগামে বেলা গুন্নাহ

❖ ইদগামে বা গুন্নাহ্‌র হরফ ৪টি ঃ

ى م و ن (يَـمُـوْنَ)

❖ ইদগামে বেলাগুন্নাহর হরফ দুইটি ঃ ر ل

❖ ইজহারের হরফ ৬টি ঃ

ء ه - ع ح - غ خ

❖ ইখফার হরফ ১৫টি ঃ

ت ث ج د - ذ ز س ش -

ص ض ط ظ - ف ق ك -

❖ **ইক্বলাব** ঃ ইক্বলাব অর্থ ঃ বদলাইয়া পড়া।

❖ নূনে ছাকিন অথবা তানবীনের বামে ইক্বলাবের হরফ ب আসিলে, নূন ছাকিন এবং তানবীনকে মীম দ্বারা পরিবর্তন করিয়া গুন্নার সহিত পড়িতে হয়। ইহাকে 'ইক্বলাব' বলে। যেমন ঃ

مِنْ بَعْدِ ۔ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۔ لَيُنْۢبَذَنَّ
۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۔ خَبِيرًا
بَصِيرًا ۔ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ۔ رَجْعٌ بَعِيدٌ

❖ ইদগাম ঃ ইদগাম অর্থ ঃ মিলাইয়া পড়া।

❖ নূনে ছাকিন অথবা তানবীনের বামে

ইদগামে বাগুন্নার ৪ হরফের যে কোন হরফ আসিলে, বাগুন্নার হরফে তাশ্‌দীদ দিয়া গুন্নার সহিত মিলাইয়া পড়িতে হয়। ইহাকে 'ইদগামে বা গুন্নাহ্' বলে। যেমনঃ

مِنْ وَّالٍ ۔ مَنْ نَّشَآءُ ۔ مَنْ يَّشَآءُ ۔
حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۔ مَنْ يَّفْجُرُكَ ۔
مِنْ وَّرْىٍ ۔ مِنْ نِّعْمَةٍ ۔ مَقَامًا
مَّحْمُوْدًا ۔ خَيْرٌ مِّنْ ۔

❖ নূনে ছাকিন অথবা তানবীনের বামে ইদগামে বেলা গুন্নার ২ হরফের যে কোন হরফ আসিলে, বেলা-গুন্নার হরফে তাশ্‌দীদ দিয়া গুন্নাহ ছাড়া মিলাইয়া পড়িতে হয়। ইহাকে 'ইদগামে বেলা গুন্নাহ' বলে। যেমন ঃ

مِنْ رَّبِّكَ - أَنْ لَّاۤ اِلٰهَ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ

- كُلٌّ لَّمَّا - جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا - شَيْئًا

رَّقِيْبًا - غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - وَيْلٌ لِّكُلِّ

- هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ - مِنْ لَّدُنْهُ -

❖ ইজহার ঃ ইজহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া পড়া

❖ নূনে ছাকিন অথবা তানবীনের বামে ইজ্‌হারের ৬ হরফের যে কোন হরফ আসিলে, নূনে ছাকিন এবং তানবীনকে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে 'ইজহার' বলে। যেমন ঃ

اَنْعَمْتَ ۔ مِنْ خَوْفٍ ۔ عَلِيْمٌ
حَكِيْمٌ ۔ يَنْهَا ۔ مَنْ اَرَادَ ۔
وَعْدًا حَسَنًا ۔ شَهَادَةً اَبَدًا ۔

❖ ইখফা ঃ ইখফা অর্থ ঃ লুকাইয়া (বা গোপন করিয়া) পড়া।

❖ নূনে ছাকিন অথবা তানবীনের বামে ইখফার ১৫ হরফের যে কোন হরফ আসিলে, নূন ছাকিন এবং তানবীনকে নাকের ভিতর লুকাইয়া গুন্নার সহিত পড়িতে হয়। ইহাকে 'ইখ্‌ফা' বলে।

যেমন ঃ

جَنّٰتٍ تَجْرِىْ ۔ اُنْثٰى ۔ مِنْ جُوْعٍ ۔
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۔ نَارًا ذَاتَ ۔ اُنْزِلَ ۔ مِنْ
سِجِّيْلٍ ۔ مِنْ شَرِّ ۔ عَنْ صَلَاتِهِمْ ۔
مِنْ ضَرِيْعٍ ۔ يَنْطَلِقُ ۔ يَنْظُرُوْنَ ۔
اَنْفُسَهُمْ ۔ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ۔

মীমে ছাকিনের বিবরণ

মীমে ছাকিন জযম ওয়ালা মীম (مْ) কে বলে।

মীমে ছাকিন ৩ প্রকারে পড়া যায় ঃ

(১) ইখফা, (২) ইদগাম, (৩) ইজহার।

মীম ছাকিনের বামে ب আসিলে, মীম ছাকিনকে গুন্নাহ্ করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে 'মীম ছাকিনের ইখ্‌ফা' বলে। যেমন ঃ

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ ۔ قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۔ هُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۔

❖মীম ছাকিনের বামে م আসিলে, দ্বিতীয় মীমে তাশদীদ দিয়া গুন্নার সহিত মিলাইয়া পড়িতে হয় ইহাকে 'মীম ছাকিনের ইদগাম' বলে যেমন ঃ

عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۔ هُمْ مِّنْ ۔ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ

❖ মীম ছাকিনের বামে ب ۔ م না থাকিলে, মীম ছাকিনকে গুন্নাহ্ ছাড়া স্পষ্ট করিয়া

পড়িতে হয়। ইহাকে 'মীম ছাকিনের ইজ্‌হার' বলে। যেমন ঃ

لَهُمْ فِيهَا۔ اَلَمْ تَرَ ۔ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ
فِيهِ ۔ هُمْ فِيهَا۔ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ ۔

اللّٰه শব্দ পড়িবার নিয়ম

❖ اللّٰه শব্দ দুই প্রকারে পড়া যায় ঃ পোর ও বারিক

❖ اللّٰه শব্দের তাশ্‌দীদের ডাইনে যবর কিংবা পেশ থাকিলে আল্লাহ শব্দের লামকে মোটা (পোর) করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ

اَللّٰهُ ۔ رَسُوْلُ اللّٰهِ ۔ قُلْ هُوَاللّٰه

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ۔ مَعَ اللّٰهِ ۔ اِلاَّ اللّٰهُ ۔ ضَرَبَ اللّٰهُ ۔ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ ۔

اَللّٰهُ শব্দের তাশ্‌দীদের ডাইনে যের থাকিলে, আল্লাহ শব্দের লামকে পাতলা (বারিক) করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ

دُوْنِ اللّٰهِ ۔ لِلّٰهِ ۔ بِاللّٰهِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ ۔ قُلِ اللّٰهُ ۔ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۔ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ ۔

আকারে শিক্ষানবীশ

❖ ى (ইয়া) পূর্ণ আকারে লিখা থাকিলে মুক্তা না থাকিলেও চেনা যায়। যেমন ঃ ى

❖ ة গোল তা ব্যতীত দুই যবর বিশিষ্ট যে কোন হরফে ওয়াক্বফ করিলে, এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন ঃ

قَدِيرًا ـ خَبِيرًا ـ اَفْوَاجًا ـ عَلِيمًا ـ حَكِيمًا ـ تَوَّابًا ـ مَشْهُودًا ـ مَدْحُورًا ـ مَشْكُورًا ـ خَلِيلًا ـ مَاءً ـ

গোল তা-এ ওয়াক্বফ করিলে, হায়ে সাকিন পড়িতে হয়। যেমন ঃ

مُؤْصَدَةٌ ـ حُطَمَةٌ ـ قَارِعَةٌ ـ حَامِيَةٌ ـ صَلْوَةٌ ـ هَاوِيَةٌ ـ

❖ غ (গাইন) এবং ف (ফা) হরফ শব্দের মধ্যখানে আসিলে غ (গাইন) এর পেট কালি দ্বারা ভরা থাকিবে এবং ف (ফা) এর পেট খালি থাকিবে। যেমন ঃ

استغفر

❖ জযম ওয়ালা হরফের পরের হরফে তাশদীদ থাকিলে, তাশদীদ ওয়ালা হরফ পড়া যাইবে, জযম ওয়ালা হরফ পড়া যাইবে না। যেমন ঃ

قَدْ دَّخَلُوْا ۔ عَبَدْتُّمْ ۔ نَخْلُقْكُّمْ ۔

❖ তাশ্‌দীদ অথবা জযমের ডাইন দিকে যেই

সকল হরফে হরকত থাকে না, সেই সব হরফ (লিখাতে থাকে) পড়া যায় না। যেমনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

كَ اسْمُكَ ۔ نَاالصِّرَاطَ ۔ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۔ وَارْحَمْنِىْ ۔ فَاغْفِرْلِىْ

اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ ۝

অর্থ ঃ "ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব হইবে।" (তিবরানী)

নূরানী মাসায়িল সমূহ

বসার আদব

বসার আদব ৩ প্রকার ঃ

(১) দুই হাঁটু ফেলিয়া নামাযের সময়।

(২) এক হাঁটু উঠাইয়া লিখার সময়।

(৩) দুই হাঁটু উঠাইয়া খাওয়ার সময়।

(এই তিন প্রকার বসা সুন্নাত)।

ইস্তিঞ্জার আদব

৫ দিকে ফিরিয়া ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ ঃ

(১) ক্বিবলার দিকে মুখ করিয়া।

(২) ক্বিবলার দিকে পিঠ করিয়া।

(৩) চন্দ্র ও সূর্যের দিকে মুখ করিয়া।

(৪) প্রবল বাতাসের দিকে মুখ করিয়া।

(৫) একেবারে উলঙ্গ হইয়া।

❖১০ জায়গায় ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ ঃ

(১) মানুষ চলাচলের রাস্তায়।

(২) ছায়াদার ফলদার গাছের নীচে।

(৩) উজু ও গোসলের স্থানে।

(৪) গর্তের ভিতরে।

(৫) গোরস্থানে।

(৬) দাঁড়াইয়া বা হাঁটিয়া।

(৭) বিনা উযরে পানিতে।

(৮) ঘরে বা বিছানায়।

(৯) মাসজিদের আঙ্গিনায় বা ঈদগাহে।

(১০) জন সম্মুখে।

❖ ৬ জিনিস নিয়া ইস্তিঞ্জায় যাওয়া নিষেধ ঃ

(১) আল্লাহ্ তা'আলা নাম।

(২) নবীগণের নাম।

(৩) ফেরেস্তাগণের নাম।

(৪) কুরআনের আয়াত।

(৫) হাদীসের টুকরা।

(৬) দু'আ কালাম। (লিখিত বা অংকিত)

ইস্তিঞ্জার সময় ৮ কাজ করা নিষেধ ঃ

(১) কথা বলা।

(২) জিকির করা বা তাস্‌বীহ পড়া।

(৩) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।

(৪) সালাম দেওয়া।

(৫) সালামের উত্তর দেওয়া।

(৬) খাওয়া বা পান করা।

(৭) মিস্‌ওয়াক করা।

(৮) লিখা পড়া।

❖১০ জিনিষ দ্বারা কুলূখ লওয়া নিষেধঃ

(১) হাড্ডি।

(২) কয়লা।

(৩) কাগজ।

(৪) কাঁচ।

(৫) গাছের কাঁচা পাতা।

(৬) খাদ্যদ্রব্য।

(৭) শুকনা গোবর।

(৮) জমজমের পানি।

(৯) ডান হাত দ্বারা।

(১০) ব্যবহৃত ঢিলা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা।

❖ ইস্তিঞ্জার সময় ৮ কাজ করা সুন্নাত

১। বাম পা দিয়া প্রবেশ করা।

২। জুতা-সেন্ডেল পায়ে রাখা।

৩। মাথা ঢাকিয়া রাখা।

৪। দিলে দিলে ইস্তিগফার করা।

৫। ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করা।

৬। পানি খরচ করা।

৭। ডান পা দিয়া বাহির হওয়া।

৮। আগে পরে দু'আ পড়া।

উজু-গোসলের মাসায়িল

উজুতে ৪ ফরজ

১। সমস্ত মুখ ধোয়া।

২। দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া।

৩। মাথা মাসাহ্ করা।

৪। দুই পায়ের টাখনুসহ ধোয়া।

উজু করার তরীক্বা

❖ উজুতে নিয়্যাত করা সুন্নাত।

❖ উজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়া সুন্নাত।

❖ দুই হাতের কব্জিসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।

❖ মিস্ওয়াক করা সুন্নাত।

❖ তিনবার কুলি করা সুন্নাত।

❖ তিনবার নাকে পানি দেওয়া সুন্নাত।

❖ সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।

❖ ঘন দাঁড়ী খিলাল করা মুস্তাহাব।

❖ দুই হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।

❖ দুই হাতের আঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নাত।

❖ সমস্ত মাথা একবার মাসাহ্ করা সুন্নাত।

❖ দুই কান মাছাহ করা সুন্নাত।

❖ গর্দান মাছাহ্ করা মুস্তাহাব।

❖ দুই পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া সুন্নাত।

❖ উজুর শেষে কালিমায়ে শাহাদাত পড়া মুস্তাহাব।

গোসলে ৩ ফরজ

১। কুলি করা।

২। নাকে পানি দেওয়া।

৩। সমস্ত শরীর ধৌত করা।

তায়াম্মুমে ৩ ফরজ

১। নিয়্যাত করা।

২। সমস্ত মুখ একবার মাছাহ্ করা।

৩। দুই হাতের কনুইসহ একবার মাছাহ্ করা।

উজু ভঙ্গের কারণ ৭টি

১। পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়া কোন কিছু বাহির হওয়া (সামান্য হইলেও)।

২। মুখ ভরিয়া বমি হওয়া।

৩। শরীরের ক্ষতস্থান হইতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বাহির হইয়া গড়াইয়া পড়া।

৪। থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশী হওয়া।

৫। চিৎ বা কাৎ হইয়া হেলান দিয়া ঘুম যাওয়া।

৬। পাগল, মাতাল ও অচেতন হওয়া।

৭। নামাযে উচ্চস্বরে হাসা।

নামাযের মাসায়িল

নামাযের বাহিরে এবং ভিতরে ১৩ ফরজ

নামাজের বাহিরে ৭ ফরজ

১। শরীর পাক।

২। কাপড় পাক।

৩। নামাযের জায়গা পাক।

৪। সতর ঢাকা।

৫। ক্বিবলামুখী হওয়া।

৬। ওয়াক্ত মত নামায পড়া।

৭। নামাযের নিয়ত করা।

নামাযের ভিতরে ৬ ফরজ

১। তাকবীরে তাহ্‌রীমাহ্ বলা।

২। দাঁড়াইয়া নামায পড়া।

৩। ক্বিরাআত পড়া।

৪। রুকু করা।

৫। দুই সিজদা করা।

৬। আখিরী বৈঠক।

নামাযের ওয়াজিব ১৪টি

১। আল্‌হামদু শরীফ (সুলায়ে ফাতিহা) পুরা পড়া।

২। আল্‌হামদুর সঙ্গে সূরা মিলানো।

৩। রুকু-সিজদায় দেরী করা।

৪। রুকু হইতে সোজা হইয়া খাড়া হওয়া।

৫। দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হইয়া বসা।

৬। দরমিয়ানী বৈঠক (প্রথম বৈঠক)।

৭। দোন বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া।

৮। ইমামের জন্য ক্বিরাআত আস্তে এবং জোরে পড়া।

৯। বিতিরের নামাযে দু'আয়ে কুনূত পড়া।

১০। দুই ঈদের নামাযে ছয় ছয় তাকবীর বলা।

১১। ফরজ নামাযের প্রথম দুই রাক'আতকে কিরাআতের জন্য নির্ধারিত করা।

১২। প্রত্যেক রাক'আতের ফরজগুলির তারতীব ঠিক রাখা।

১৩। প্রত্যেক রাকা'আতের ওয়াজিবগুলির তারতীব ঠিক রাখা।

১৪। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (সালাম) বলিয়া নামায শেষ করা।

নামাযের সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ ১২টি

(১) দুই হাত উঠানো।

(২) দুই হাত বাঁধা।

(৩) ছানা পড়া।

(৪) আ'উজুবিল্লাহ্ পড়া।

(৫) বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া।

(৬) আল্‌হামদুর শেষে اٰمِيْنَ বলা।

(৭) প্রত্যেক উঠা বসায় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা।

(৮) রুকুর তাস্‌বীহ্ পড়া।

(৯) রুকু হইতে উঠিবার সময়,
سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলা।

(১০) সিজদার তাছ্‌বীহ্ পড়া।

(১১) দুরূদ শরীফ পড়া।

(১২) দু'আয়ে মাছুরাহ পড়া।

নামায ভঙ্গের কারন ১৯টি

১. নামাযে অশুদ্ধ পড়া।

২. নামাযের ভিতর কথা বলা।

৩. কোন লোককে সালাম দেওয়া।

৪. সালামের উত্তর দেওয়া।

৫. উহঃ-আহ্ঃ শব্দ করা।

৬. বিনা ওজরে কাশি দেওয়া।

৭. আমলে কাছীর করা।

৮. বিপদে কি বেদনায় শব্দ করিয়া কাঁদা।

৯. তিন তাসবীহ্ পরিমাণ সময় সতর খুলিয়া থাকা।

১০. মুক্তাদী ব্যতীত অপর ব্যক্তির লোকমা লওয়া।

১১. সুসংবাদ ও দুঃসংবাদের উত্তর দেওয়া।

১২. নাপাক জায়গায় সিজদা করা।

১৩. ক্বিবলার দিক হইতে সিনা ঘুরিয়া যাওয়া।
১৪. নামাযে কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়া।
১৫. নামাযে শব্দ করিয়া হাসা।
১৬. নামাযে দুনিয়াবী কোন কিছু প্রার্থনা করা।
১৭. হাঁচির উত্তর দেওয়া।
১৮. নামাজে খাওয়া ও পান করা।
১৯. ইমামের আগে মুক্তাদী খাড়া হওয়া।
(ইমাম হইতে মুক্তাদী আগাইয়া দাঁড়ানো।)

দুই রাক'আত নামাযে ৬০টি মাছ্আলাহ্

(একা নামায পড়িবার নিয়ম)

নামাযের প্রথম রাক'আতে রুকুর আগে ১১টি মাস্আলাহ্ ঃ

(১) হাত উঠান সুন্নাত।

(২) তাকবীরে তাহ্রীমাহ্ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা ফরজ।

(৩) হাত বাঁধা (মোয়েদের জন্য হাত রাখা) সুন্নাত।

(৪) ছানা পড়া সুন্নাত।

(৫) আ'উজুবিল্লাহ্ পড়া সুন্নাত।

(৬) বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া সুন্নাত।

(৭) আল্‌হামদু শরীফ পুরা পড়া ওয়াজিব।

(৮) আল্‌হামদুর শেষে اٰمِيْنَ বলা সুন্নাত।

(৯) সুরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া মুস্তাহাব।

(১০) সুরা মিলানো ওয়াজিব।

(১১) ক্বিরাআত পড়া ফরজ।

রুকুতে ৬টি মাছ্‌আলাহ্

(১) রুকুতে যাওয়ার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা সুন্নাত।

(২) রুকু করা ফরজ।

(৩) রুকুতে দেরী করা ওয়াজিব।

(৪) রুকুতে থাকিয়া- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

তিনবার, পাঁচবার অথবা সাত বার বলা সুন্নাত।

(৫) রুকু হইতে উঠিবার সময় سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলা সুন্নাত।

(৬) রুকু হইতে সোজা হইয়া খাড়া হওয়া ওয়াজিব।

১ম সিজ্‌দাতে ৬টি মাস্‌আলাহ

(১) সিজ্‌দাতে যাওয়ার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা সুন্নাত।

(২) সিজদা করা ফরজ।

(৩) সিজ্‌দাতে দেরী করা ওয়াজিব।

(৪) সিজদাতে থাকিয়া سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার বলা সুন্নাত।

(৫) সিজদা হইতে উঠিবার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা সুন্নাত।

(৬) দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হইয়া বসা ওয়াজিব।

২য় সিজ্‌দাতে ৬টি মাস্‌আলাহ্

(১ম হইতে ৫ম পর্যন্ত প্রথম সিজ্‌দার মত)।

(৬) সিজদা হইতে সোজা হইয়া খাড়া হওয়া ওয়াজিব।

২য় রাক'আতে রুকুর আগে ৭টি মাস্‌আলাহ্

(১) হাত বাঁধা সুন্নাত।

(২) বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া সুন্নাত।

(৩) আল্‌হামদু শরীফ পুরা পড়া ওয়াজিব।

(৪) আল্‌হামদুর শেষে اٰمِيْن বলা সুন্নাত।

(৫) সুরার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া মুস্তাহাব।

(৬) সূরাহ মিলান ওয়াজিব।

(৭) ক্বিরাআত পড়া ফরজ।

(২য় রাক'আতের রুকু ও সিজ্‌দার মাস্‌আলা প্রথম রাক'আতের মত)

আখেরী বৈঠকে ৫টি মাস্‌আলাহ্

(১) আখেরী বৈঠক ফরজ।

(২) আত্তাহিয়্যাতু পড়া ওয়াজিব।
(৩) দুরূদ শরীফ পড়া সুন্নাত।
(৪) দু'আয়ে মাছুরা পড়া সুন্নাত।
(৫) আস্‌সালামু আলাইকুম বলিয়া নামায শেষ করা ওয়াজিব।

বিঃ দ্রঃ ৬০ নং মাসআলাহ ঃ ফরজ নামাজ দাঁড়াইয়া পড়া ফরজ। সুন্নাত, নফল বসিয়া পড়াও জায়েয আছে। তবে বসিয়া পড়িলে অর্ধেক সওয়াব হইবে।

পাঁচ দু'আ

ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ
وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ
وَبَرَكَاتُهٗ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ
الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ
مُحَمَّدٍ۔ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ۔ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

দু'আয়ে মাছুরাহ্

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

দু'আয়ে কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ

وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ
وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ ـ وَنَشْكُرُكَ
وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ
يَّفْجُرُكَ ـ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ
نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى
وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى
عَذَابَكَ ـ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের পার্থক্য

কেবল নিম্নবর্ণিত কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে ঃ

(১) পুরুষ ঃ উভয় পায়ের মধ্যখানে ৪ আঙ্গুল (প্রয়োজনে আধা হাতের কম) ফাঁক রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে।

মহিলা ঃ পা মিলাইয়া মধ্যখানে ফাঁক না রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবে।

(২) পুরুষ ঃ তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমাহ্‌র সময় চাদর ইত্যাদির ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া উভয় হাতের তালু ক্বিবলাহ্‌র দিকে করিয়া হাতের আঙ্গুল স্বাভাবিক অবস্থায় ক্বিবলাহর দিকে সামান্য ঝুকাইয়া কান বা চেহারা বরাবর উঠাইবে, কনুই শরীর হইতে পৃথক রাখিবে।

মহিলা ঃ তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমার সময় উভয় হাত শাড়ী বা চাদরের ভিতরে রাখিয়া হাতের আঙ্গুল মিলাইয়া হাতের তালু এবং আঙ্গুল ক্বিবলাহ মুখী করিয়া কাঁধ পর্যন্ত উঠাইবে। কনুইসহ হাত শরীরের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিশাইয়া রাখিবে।

(৩) পুরুষ ঃ তাকবীরে তাহরীমাহ্ বলিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা বাম হাতের কব্জীকে আঁটিয়া ধরিয়া বাকী তিনটি আঙ্গুল বাম হাতের বাহুর উপর সোজা রাখিয়া বাম হাতের আঙ্গুলগুলি একত্র করিয়া নাভীর নীচে হাত বাঁধিবে।

মহিলা ঃ তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমাহ্ বলিয়া বাম হাত খানা আঙ্গুল মিলিতঅবস্থায় বুকের উপর রাখিয়া ডান হাতের তালু আঙ্গুল মিলিত অবস্থায় বাম হাতের পিঠের উপর রাখিয়া দিবে।

(৪) পুরুষ ঃ রুকু করিবার সময় এমনভাবে ঝুঁকিবে যেন মাথা, পিঠ এবং কোমর বরাবর হইয়া যায়।

মহিলা ঃ এই পরিমাণ ঝুঁকিবে, যাহাতে হাত

হাঁটু পর্যন্ত পৌছে। কোমর, পিঠ, মাথা বরাবর হওয়ার প্রয়োজন নাই।

(৫) পুরুষ ঃ রুকুর সময় হস্তদ্বয়ের আঙ্গুল ফাঁক ফাঁক করিয়া হাঁটু মজবুত করিয়া ধরিবে।

মহিলা ঃ হাতের আঙ্গুল মিলাইয়া হাঁটু পর্যন্ত পোঁছাইবে।

৬। পুরুষ ঃ বাজু, কনুই, বাহু রুকু অবস্থায় পাজর, পেট, উরু, হইতে পৃথক রাখিবে।

মহিলা ঃ বাজু বগলের সঙ্গে, কনুই এবং হাত, পেট এবং উরুর সঙ্গে ভালরূপে চাপাইয়া মিলাইয়া রাখিবে।

(৭) পুরুষ ঃ সিজদা অবস্থায় পেট উরু হইতে, বাজু বগল হইতে, বাহু মাটি হইতে পৃথক রাখিবে।

মহিলা ঃ পেট রানের সঙ্গে, বাহু মাটির এবং হাঁটুর সঙ্গে লাগাইয়া রাখিবে।

(৮) পুরুষ ঃ সিজদার মধ্যে পায়ের আঙ্গুল ক্বিবলার দিকে মুড়াইয়া রাখিয়া তাহার উপর ভর দিয়া পাতা দুইখানা খাড়া রাখিবে।

মহিলা ঃ উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া বাম পায়ের পাতার উপর দিয়া ডান পায়ের পাতা মাটিতে বিছাইয়া রাখিবে।

(৯) পুরুষ ঃ হাঁটু হইতে ১ হাত পরিমান দূরত্বে উভয় হাতের তালু আঙ্গুল মিলিত অবস্থায় মধ্যখানে সামান্য ফাঁক রাখিয়া মাটিতে রাখিয়া মধ্যখানে কপাল ও নাক দ্বারা সিজদা করিবে এবং কনুই মাটি ও পেট হইতে পৃথক রাখিবে।

মহিলা ঃ উভয় হাতের আঙ্গুল মিলিতঅবস্থায় হাতের কব্জি হাটুর সঙ্গে লাগাইয়া রাখিয়া পেট

উরুর সঙ্গে মিলাইয়া রাখিয়া এবং হাতের তালু ও বাহু মাটিতে শরীরের সঙ্গে মিশাইয়া খুব সংকুচিত হইয়া নাক ও কপাল দ্বারা দুই হাতের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় সিজদা করিবে।

(১০) পুরুষ ঃ বসার সময় ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি মুড়াইয়া রাখিয়া তাহার উপর ভর দিয়া পায়ের পাতা খাড়া রাখিবে এবং বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া তাহার তালুর উপর বসিবে।

মহিলা ঃ উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বাহির করিয়া দিয়া চোতড় (নিতম্ব) মাটিতে লাগাইয়া বসিবে।

(১১) পুরুষ ঃ বসা অবস্থায় হাতের আঙ্গুল স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিয়া তালু রানের উপর আঙ্গুলের মাথা হাঁটু পর্যন্ত রাখিবে। বাহু

রান হইতে কনুই পেট হইতে পৃথক রাখিবে।

মহিলা ঃ বসা অবস্থায় হাতের আঙ্গুল মিলাইয়া তালু হাঁটুর সঙ্গে বাহু রানের সঙ্গে কনুই পেটের সঙ্গে, বাজু বগলের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিবে।

(১২) পুরুষ ঃ মাগরিব, 'ইশা, ফজর, জুমু'আ, ঈদ, ফরজের ১ম দুই রাক'আতে সূরা ক্বিরাআত এবং উঠা–বসার তাকবীর শব্দ করিয়া পড়িবে।

মহিলা ঃ সর্বাবস্থায় তাকবীর দু'আ, ক্বিরাআত সব কিছুই চুপে চুপে পড়িবে।

(১৩) পুরুষ ঃ পাঞ্জেগানা, জুমু'আ, ঈদ, জামা'আতের সহিত পড়িবে।

মহিলা ঃ মহিলাদের জামা'আতে নামায পড়া মাকরূহ।

(১৪) পুরুষ ঃ শুধু নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকিয়া নামায পড়িলেই চলে।

মহিলা ঃ চেহারা এবং হাতের কব্জি ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢাকিয়া নামায পড়িতে হয়।

(১৫) পুরুষ ঃ জামি'মাসজিদে যাইয়া জামা'আতের সহিত নামাজ পড়া উত্তম।

মহিলা ঃ ঘরের ভিতরের কুঠুরীতে যত বেশী গোপনে হয়, নামাজ পড়া উত্তম।

নামায সম্পর্কীয় কয়েকটি মাস্‌আলাহ্

❖ইমাম সাহেবকে রুকুতে পাইলে, মুক্তাদীর কর্তব্য-ক্বিবলামুখী দাঁড়াইয়া হাত উঠাইয়া তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমাহ্ বলিয়া হাত বাঁধার পর পুনরায় اَللّٰهُ اَكْبَر বলিয়া রুকুতে যাইবে। রুকুর জন্য মাথা ঝুকানোর পর যদি ইমাম রুকু থেকে উঠিতে

শুরু করেন, কিন্তু তখনও ইমাম সাহেব সম্পূর্ণভাবে সোজা হইয়া দাঁড়ান নাই, তাহা হইলেও মুক্তাদীর ঐ রাক'আত আদায় হইবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী)

❖ যদি কোন ব্যক্তি মাস্‌বুক হয় অর্থাৎ যদি এক বা একাধিক রাক'আত না পায়, তাহা হইলে মুস্তাহাব এই যে, ইমাম সাহেব দুই দিকে সালাম ফিরানোর পরে সাথে সাথেই দাঁড়াইবে না, বরং এই পরিমাণ সময় অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইবে, যতটুকু সময়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ইমামের জিম্মায় সিজ্‌দায়ে সাহু নাই।

(আহ্‌সানুল ফাতাওয়া ও আলমগীরী)

❖ এরপর উক্ত মাসবুক দাঁড়াইয়া মুনফারিদের ন্যায় ছানা, আ'উজুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ পড়িয়া অবশিষ্ট নামায আদায় করিবে। (ফাতাওয়া মাহ্‌মুদিয়া)

❖ ইমামের সাথে কমপক্ষে এক রাক'আত পাওয়ার আশা থাকিলে, ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত পড়িয়া নিবে। (হিদায়া ও মাহ্‌মুদিয়া)

❖ উল্লেখ্য যে, উক্ত দুই রাক'আত সুন্নাত জামা'আতের নিকটবর্তী স্থানে পড়িবে না। বরং সম্ভবপর হইলে মাস্‌জিদের বাহিরে পড়িবে। আর তাহা সম্ভব না হইলে, জামা'আতের কাতার থেকে দূরে মাস্‌জিদের কোন স্থানে আদায় করিয়া নিবে। আর যদি ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় না করিতে পারে, তাহা হইলে সূর্যোদয়ের পরে পড়িয়া লইতে পারিবে। (কিফায়াতুল মুফতী ও হিদায়া)

❖ জোহরের সুন্নাত আরম্ভ করা অবস্থায় জামা'আত শুরু হইলে, দুই রাক'আত পড়িয়া জামা'আতে শরীক হইবে। আর সুন্নাতের তৃতীয় রাকআতে থাকিলে জলদি করিয়া নামায শেষ করিয়া জামা'আতে শামিল হইবে।

ঃ জোহরের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত পড়িতে না পারিলে ফরজ নামায শেষে প্রথমে দুই রাক'আত আদায় করিয়া লওয়া ভাল। তবে চার রাক'আত আগে পড়িয়া পরে দুই রাক'আত পড়াও জায়িয আছে।

تمت بالخير بعون الله وتوفيقه

নূরানী হাদীস শরীফ

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (بخارى)

নবী করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে সর্বউত্তম ঐ ব্যক্তি, যিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা দেন।" (বুখারী)

اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ ـ (بخارى)

"কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত সর্বউত্তম ইবাদাত।" (বুখারী)

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ (ابوداؤد)

"তোমরা ফরজসমূহ ও কুরআন মাজীদ শিক্ষা কর এবং লোকদিগকে শিক্ষা দাও। কেননা, আমি চিরকাল থাকিব না।" (আবু দাউদ)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ـ (ابن ماجه)

"ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ্)

সুসংবাদ

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

আমি কুরআন শরীফকে অতি সহজ করিয়াছি।

(১) মানুষের যেমন চেহারা ও নাম আছে, তেমনি আরবী ২৯টি হরফের ভিন্ন ভিন্ন চেহারা ও নাম আছে, উহার ছহীহ্ উচ্চারণ শিখিলে,

(২) যবর, যের পেশ ও জযম তাশদীদের ব্যবহার জানিলে,

(৩) কিছু জায়গা তাড়াতাড়ি, কিছু জায়গা লম্বা করিয়া, কিছু জায়গা গুন্নাহসহ পড়িতে শিখিলে, কুরআন মাজীদ সহীহ্ ভাবে তিলাওয়াত আয়ত্বে আসিয়া যায়।

বাংলাদেশ নূরানী তা'লীমুল কুরআন ওয়াক্ফ এষ্টেট

কেন্দ্রীয় দফতর ঃ	মোবাইল ঃ
জামি'আ রাহমানিয়া ভবন (৩য় তলা)	মুতাওয়াল্লী ঃ ০১৭১-৯০৯৮০২
সাত মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭	০১৭১-২৭৯৩৫৩
ফোন ঃ ৯১২৮১৪৩	০১৭৫-১২৭৫১২